যুগান্তকারী সংকট

জন বেলামি ফস্টার

মহামন্দার (The Great Depression) পরবর্তী সময়ের সবচেয়ে তীব্র অর্থনৈতিক মন্দা, অনেকে যাকে দ্বিতীয় মহানন্দা বলছেন, তা আজ আরও বড় এক সর্বনাশের ছায়ায় ম্লান হয়ে গিয়েছে, যে সর্বনাশের ফলে মানুষসহ অগণিত প্রজাতির দীর্ঘস্থায়ী অস্তিত্বই এক বিরাট প্রশ্ন-চিহ্নের সামনে এসে দাঁড়িয়েছে। বর্তমানে মানবজাতি কী বিশাল ঐতিহাসিক চ্যালেঞ্জের সম্মুখীন হয়েছে এটা তারই লক্ষণ। পুঁজিবাদী অর্থনীতির ক্রমবর্ধনশীল অচলাবস্থা ও দ্রুতহারে-বেড়ে-চলা পরিবেশগত বিপর্যয়ের আশঙ্কার আন্তসম্পর্কটিকে বোঝা তাই আজ প্রতিটি মানুষের জরুরি প্রয়োজন। ক্রমবর্ধমান পরিবেশগত বিপর্যয়ের আশঙ্কাটি পুঁজিবাদী বিকাশেই উপজাত।

অর্থনৈতিক ও পরিবেশগত দ্বন্দ্বগুলি এমনভাবে একই বিন্দুতে মিলিত হয়েছে যে সমাজের বস্তুগত অবস্থা ভেতর থেকে ক্ষয়ে যাচ্ছে এবং একটি নতুন উৎপাদন ব্যবস্থায় ঐতিহাসিক উত্তরণের প্রশ্নটি সামনে আসছে। একেই আমি 'যুগান্তকারী সংকট' বলেছি। পুঁজিবাদের ইতিহাসে বারবার উঠে আসা সাধারণ বিকাশের সংকটগুলির থেকে এই সংকট আলাদা। জেসন মুর যেমন বলেছেন, সামন্ততন্ত্র থেকে পুঁজিবাদে উত্তরণের কালে মধ্যযুগের শেষ থেকে সপ্তদশ শতক পর্যন্ত বিস্তৃত ছিল এমনই এক যুগান্তকারী সংকট—যা ছিল এক ঐতিহাসিক কাল জুড়ে ব্যাপ্ত, যার প্রকাশ ছিল একই সঙ্গে পরিবেশগত, অর্থনৈতিক ও সামাজিক, এবং যার লক্ষণগুলি ছিল বারবার দুর্ভিক্ষ, কালো মহামারী (Black Death), ভূমির বন্ধ্যাত্ব, এবং যুদ্ধবিগ্রহের তীব্রতা ও সংখ্যা বৃদ্ধি। আমার মতে, আজকের সংকট সামন্ততন্ত্র থেকে পুঁজিবাদে উত্তরণের সংকটের থেকেও অনেক বেশি গুরুতর। এই সংকটের জন্ম এক বল্‌গাহীন পুঁজিবাদী ব্যবস্থার বৃদ্ধিতে, যার লক্ষ্য হলো অধরা সম্পদবৃদ্ধির অনন্ত প্রক্রিয়া।

অর্থনৈতিক কল্পকাহিনীতে যেমন বলা হয়, পুঁজিবাদী উৎপাদন এবং বিনিময় তেমন সরল পণ্য উৎপাদনের চেহারা নেয় না, অর্থাৎ C-M-C চক্রে আবর্তিত হয় না। [এখানে C হল একটি পণ্য যা এক নির্দিষ্ট গুণসম্পন্ন ব্যবহার-মূল্যকে বোঝায়, M হলো অর্থ যার বিনিময়ে ঐ ব্যবহার-মূল্যের হাতবদল হয়, এবং সবশেষে C হলো ভিন্ন একটি ব্যবহার-মূল্য যার সঙ্গে M-এর বিনিময় হয় এবং তা শেষে ব্যবহৃত হয়] বরং মার্কস যাকে 'পুঁজির সাধারণ ফর্মুলা' বা M-C-M' বলেছিলেন, তেমনই অর্থ (M) শ্রমশক্তি ও কাঁচামালের সঙ্গে বিনিময় হয় করে তৈরি হয় পণ্য এবং সেই পণ্য (C) আরও বেশি অর্থের বিনিময়ে বিক্রি হয় [M' = M + Δm বা উদ্বৃত্ত মূল্য]। অর্থাৎ যা নির্দিষ্ট গুণগত প্রয়োজন মেটায় সেই *ব্যবহার-মূল্য নয়*, পুঁজিবাদী উৎপাদনের লক্ষ্য হলো *বিনিময়-মূল্য*, যা পুঁজিবাদীকে মুনাফা এনে দেয়। প্রক্রিয়াটির এই নৈর্ব্যক্তিক, পুরোপুরি পরিমাণজ্ঞাপক চরিত্রের মানে হলো, আরও আরও অর্থ বা উদ্বৃত্ত-মূল্য চাওয়ার কোনো শেষ নেই। কারণ M' থেকে শুরু হয় পরবর্তী উৎপাদন চক্র, যার থেকে পাওয়া যাবে M", তারপর আবার M"' পাওয়ার জন্য তার পরবর্তী চক্র। এইভাবে এক অন্তহীন ধনসঞ্চয় ও ধন-স্ফীতি চলতেই থাকে।

একচেটিয়া পুঁজিবাদের আরেকটি বৈশিষ্ট্য হলো, এই উৎপাদন প্রক্রিয়াটি আরও বিকৃত হয়ে পড়ে। কারণ প্রাকৃতিক-বস্তুগত ব্যবহার মূল্যগুলিকে হটিয়ে দিতে থাকে বিশেষভাবে *পুঁজিবাদী ব্যবহার-মূল্য*। এই পুঁজিবাদী ব্যবহার-মূল্যগুলির একমাত্র বাস্তব 'ব্যবহার' হল পুঁজিবাদীদের জন্য বিনিময়-মূল্য বাড়িয়ে চলা। এর ফলে ক্রমাগত অপ্রয়োজনীয় ও ধ্বংসাত্মক পণ্যের উৎপাদন বেড়ে চলে— যার মধ্যে সামরিক সম্ভার থেকে ছোটখাটো বদল করে গাড়ির নতুন মডেল, অত্যধিক মোড়ক ব্যবহার— সবই আছে। এখানে মার্কসের উৎপাদন-সংক্রান্ত পুঁজির সাধারণ ফর্মুলাটি বদলে হয়ে যায় M-C^k-M', যেখানে C^k হলো বিশেষভাবে পুঁজিবাদী ব্যবহার মূল্য।

বর্তমান অর্থব্যবস্থার আকাশছোঁয়া স্তরে, পুঁজির সাধারণ ফর্মুলা M-C-M' ক্রমাগত বদলে যাচ্ছে ফাটকা পুঁজির চক্র M-M'-এ, যেখানে ব্যবহার-মূল্যের উৎপাদনই আর থাকছে না, অর্থই সরাসরি আরও বেশি অর্থের জন্ম দিচ্ছে। অর্থনীতিবিদ্‌রা যাকে বলেন 'সত্যিকারের অর্থনীতি', GDP-র সঙ্গে সম্পৃক্ত পণ্য উৎপাদনের সেই ক্ষেত্রটি ক্রমশ আজকের একচেটিয়া লগ্নি-পুঁজির লগ্নিসম্পদ বৃদ্ধির অযৌক্তিক নিয়মের অধীন হয়ে পড়ছে, যাতে ঐ লগ্নি-পণ্যের দাম দিন বেড়ে চলে এবং যা একের-পর-এক অর্থনৈতিক বুদবুদের উপর নির্ভরশীল। লগ্নিপুঁজির দাপট বেড়েই চলেছে, এবং তা পণ্য উৎপাদন এবং ব্যবহার-মূল্যের সত্যিকারের অর্থনীতি থেকে মূলত বিযুক্ত।

বিশ্বজোড়া পুঁজিবাদী মূল্য-সম্পর্কের জালের পিছনে রয়েছে কোটি কোটি দরিদ্র ও দুঃস্থ মানুষ, যাঁরা প্রায়ই জীবনধারণের একেবারে প্রাথমিক উপকরণগুলি থেকেও বঞ্চিত— যেমন খাদ্য, জল, পোশাক, বাসস্থান, জীবিকা, স্বাস্থ্য পরিষেবা এবং অবিষাক্ত একটি পরিবেশ। এর কারণ পুঁজিসঞ্চয়ের অন্তর্লীন স্ববিরোধ এবং ব্যর্থতা। অন্যদিকে, পরিবেশবিদ্‌রা যাকে বলেন

'সত্যিকারের সম্পদ', অর্থাৎ প্রকৃতির নিজস্ব উপজাতগুলি, দিন দিন শোষিত হচ্ছে আরও আরও বেশি হারে, উৎপাদনের যাথার্থ্য বা প্রাকৃতিক পরিবেশগুলির সহনশীলতার কোনও তোয়াক্কা না করেই। লুঠ হয়ে যাচ্ছে বর্তমান ও ভবিষ্যৎ প্রজন্মের সম্পদ। প্রকৃতি ও শ্রম উভয় ক্ষেত্রেই যেহেতু আন্তর্জাতিক অর্থনীতিতে এক অসম বিনিময় সম্পর্ক বজায় রয়েছে, এই লুঠের প্রভাব অসমান ভাবে দরিদ্রতর রাষ্ট্রগুলির ঘাড়ে গিয়ে পড়ে এবং তাদের প্রাকৃতিক ব্যবহার-মূল্যের এক অংশ (অর্থনৈতিক উদ্বৃত্তেরও) ধারাবাহিকভাবে শোষিত হয়ে যায় বিশ্ব সাম্রাজ্যবাদী পিরামিডের শীর্ষে থাকা দেশগুলির দ্বারা, তাদের আরও ধনী করে তুলতে।

সর্বত্রই একচেটিয়া লগ্নিপুঁজির সংকীর্ণ যুক্তিবিন্যাসের সঙ্গে বস্তুগত সম্পর্কগুলির সংঘাত বাঁধছে। সত্যিকারের উৎপাদন ও সত্যিকারের সম্পদ— অর্থাৎ ব্যবহারমূল্য, মানুষের ভালোভাবে বেঁচে থাকা এবং বেঁচে থাকাটাই— ক্ষতিগ্রস্থ হচ্ছে। ক্রমবর্ধমান এক সামাজিক-পরিবেশগত অসুস্থতা সৃষ্টি হচ্ছে ও চতুর্দিকে ছড়িয়ে পড়ছে। সামির আমিন তাঁর 'মার্কসের মূল্য তত্ত্বের উপর তিনটি নিবন্ধ' (২০১৩) বইটিতে লিখছেন, "একবিংশ শতকে পুঁজিবাদী অর্থনৈতিক যৌক্তিকতা মানবজাতি ও সমগ্র বিশ্বের নিরিখে সামাজিক অযৌক্তিকতায় পর্যবসিত হয়েছে।" এই কথার তাৎপর্য সম্পূর্ণ বুঝতে গেলে পুঁজিবাদের এই যুগান্তকারী সংকটের অর্থনৈতিক ও পরিবেশগত মাত্রাগুলিকে পুঙ্খানুপুঙ্খ বিশ্লেষণ করা একান্ত প্রয়োজন।

অর্থনৈতিক মাত্রা

যুগান্তকারী সংকটের অর্থনৈতিক মাত্রাটি তিনটি ঝোঁকের সাহায্যে বর্ণনা করা যায়, যে ঝোঁকগুলি আবার পরস্পরকে শক্তিশালী করে। ঝোঁকগুলি হল একচেটিয়াকরণ, বদ্ধাবস্থা এবং আর্থিকীকরণ (উৎপাদনে বিনিয়োগের পরিবর্তে ফাটকায় বা অর্থবাজারে বিনিয়োগ— অনুবাদক), যার সঙ্গে আরও যুক্ত হয় বিশ্ববাজারব্যাপী সস্তা শ্রম কেনাবেচা। উনবিংশ শতকের শেষভাগ এবং বিংশ শতকের প্রথম ভাগ ধরে পুঁজিবাদের একচেটিয়া স্তরটি ক্রমশ পুঁজির কেন্দ্রীকরণ ও ঘনীভবনের মধ্য দিয়ে স্পষ্ট হয়ে উঠল। একটি আদর্শস্থানীয় ব্যবসাপ্রতিষ্ঠান এখন প্রায় একচেটিয়া বা অল্প কিছু ব্যক্তির কর্তৃত্বাধীন— দাম, উৎপাদন এবং বিনিয়োগের ক্ষেত্রে যার অনেকখানি একচেটিয়া ক্ষমতা থাকে। উৎপাদন ক্ষেত্রের শিল্পগুলি ভীষণভাবে কেন্দ্রীভূত। অল্প কয়েকটি অতিকায় ব্যবসাপ্রতিষ্ঠান প্রভূত একচেটিয়া আয় থেকে লাভবান হয়। অর্থবিনিয়োগ ক্ষেত্রেও একই অবস্থা— চারটি বৃহৎ মার্কিন ব্যাংক দেশের প্রায় অর্ধেক ব্যাংকিং সম্পদ কব্জা করে রেখেছে। ২০০৭ সালে, বিরাট আর্থিক সংকটের সূচনায় দুশো সর্ববৃহৎ মার্কিন কর্পোরেশন অর্থনীতির মোট মুনাফার ৩০ শতাংশেরও বেশি অর্জন করত, যা ১৯৫০ সালে ছিল ১৩ শতাংশ। পৃথিবীব্যাপী ৫০০টি সর্ববৃহৎ কর্পোরেশন পৃথিবীব্যাপী মোট আয়ের ৩৫-৪০ শতাংশ দখল করছে, যা ১৯৬০ সালে ছিল ২০ শতাংশেরও কম। যাকে বিশ্বব্যাপী ক্রমবর্ধমান প্রতিযোগিতা বলা হচ্ছে তা আসলে হলো একচেটিয়া ব্যবসাপ্রতিষ্ঠানগুলির বিশ্বব্যাপী তীব্র রেষারেষি, যারা একসঙ্গে ষড়যন্ত্র করে দাম ঠিক করছে, আবার অন্যদিকে দাম ছাড়া অন্যান্য বিষয়ে যারা প্রতিযোগিতায় লিপ্ত।

পৃথিবীর উপর চড়ে বসা এইসব দানবীয় কর্পোরেশনগুলির মুনাফার হার বেড়েই চলেছে, তৈরি হচ্ছে ক্রমবর্ধমান অসাম্যের সমস্যা এবং উদ্বৃত্ত পুঁজি শোষণ। পুঁজিবাদী বিশ্ব অর্থনীতির কেন্দ্রস্থলে সঞ্চয়ের সামগ্রিক হার শ্লথ হয়ে আসছে। দ্রুত বৃদ্ধি নয়, বরং বদ্ধাবস্থাই একচেটিয়া পুঁজিবাদী অর্থনীতির স্বাভাবিক অবস্থা, যা মাঝেমাঝে বিশেষ কিছু ঐতিহাসিক কারণে কেটে যায় (যেমন যুদ্ধ, কোন যুগান্তকারী আবিষ্কার, বিক্রয় প্রচেষ্টা এবং আর্থিকীকরণ বা financialization)।

যাকে পল সুইজি বলেছিলেন 'পুঁজি সঞ্চয় প্রক্রিয়ার আর্থিকীকরণ', বিগত দশকগুলিতে এই গভীর হওয়া অর্থনৈতিক বদ্ধাবস্থার দশায় একচেটিয়া পুঁজি তারই শরণ নিয়েছে। হাতে-থাকা সম্ভাব্য বিশাল অর্থনৈতিক উদ্বৃত্ত লাভজনকভাবে ব্যবহার করার অসুবিধার জন্য বৃহৎ কর্পোরেশন ও ধনী বিনিয়োগকারীরা তাদের উদ্বৃত্ত পুঁজি বেশি বেশি করে লগ্নিক্ষেত্রে ঢেলে দিয়েছে, যাতে ফাটকা খেলে বিরাট লাভ করা যায়। আর্থিক সংস্থাগুলি এই বর্ধিত চাহিদায় সাড়া দিয়ে অন্তহীনভাবে নতুন বিচিত্র সব ফাটকাবাজির উপকরণ যুগিয়ে চলেছে (জাঙ্ক বন্ড, ডেরিভেটিভ, অপশন, হেজ ফানজ প্রভৃতি। ফল— ঋণ বিস্ফোরণ। এমনকি পণ্য উৎপাদক কর্পোরেশন-গুলিও (যেমন জেনারেল ইলেকট্রিক বা জেনারেল মোটর্স) লগ্নিক্ষেত্রে এই লাভের বখরা পেতে অর্থলগ্নি বিভাগ তৈরি করেছে। ফলস্বরূপ তৈরি হচ্ছে একের পর এক আর্থিক বুদবুদ, যা অর্থনীতিকে একটু ঠেলে তুলছে বটে, কিন্তু সমগ্র ব্যবস্থাটাকে করে তুলছে আরও ভঙ্গুর। পরিণামে এই নতুন আর্থিক উপরিকাঠামো নিজের গতিতে চলছে এবং উৎপাদনের উপর আধিপত্য করছে। সিদ্ধান্তগ্রহণ প্রক্রিয়াটি ক্রমে ক্রমে কর্পোরেট বোর্ড থেকে সরে অর্থলগ্নিবাজারে থিতু হচ্ছে।

একচেটিয়া লগ্নিপুঁজির বর্তমান দশায় অর্থব্যবস্থার নিয়ম এমনই যে, প্রচলিত পুঁজি সঞ্চয়ের বাস্তব-পুঁজি-সৃষ্টি-কেন্দ্রিক পুঁজি সঞ্চয়ের প্রক্রিয়াটি আর্থিক-সম্পদ বৃদ্ধির মধ্য দিয়ে ধনসঞ্চয়ের এক বিমূর্ত প্রক্রিয়ার অধীন হয়ে পড়ছে। M-C-M'-এর জায়গায় আসছে M-M', যে সম্ভাবনার কথা মার্কস বলেছিলেন, কেইনস যাকে ভয় পেতেন।

আন্তর্জাতিক স্তরে প্রক্রিয়াটি বিশ্বব্যাপী শ্রম কেনাবেচনার

দ্বারা নিয়ন্ত্রিত, যেখানে দানবীয় বহুজাতিক সংস্থাগুলি পৃথিবী জুড়ে সবথেকে কম দামি শ্রম খুঁজে বার করে তার শিল্পোৎপাদনের সিংহভাগ দক্ষিণাংশের দেশগুলির রপ্তানি অঞ্চলে নিয়ে যাচ্ছে এবং ফলস্বরূপ কতিপয় রপ্তানি-নির্ভর অর্থনীতি ফুলেফেঁপে উঠছে। ক্রমশ তীব্রতর হয়ে ওঠা অসম অর্থনৈতিক বিনিময়ের (যেখানে মজুরির পার্থক্য উৎপাদনশীলতার পার্থক্যের থেকে বেশি) এবং সাধারণভাবে সাম্রাজ্যবাদী রাজস্ব ব্যবস্থার মাধ্যমে বিশ্বজুড়ে সাম্রাজ্যবাদী উৎপাদন সম্পর্কগুলি গেড়ে বসছে। এমতাবস্থায় উন্নয়নশীল দেশগুলির (চীন বাদে) গড় বার্ষিক মাথাপিছু মোট অভ্যন্তরীণ উৎপাদন ১৯৭০-১০৮৯ কালপর্বে যা ছিল G-7 দেশগুলির মাত্র ৬.১ শতাংশ, এবং ১৯৯০-২০০৬ পর্বে তা কমে দাঁড়িয়েছে ৫.৬ শতাংশে (মহা আর্থিক সংকটের ঠিক আগে)।

পরিবেশগত মাত্রা

এই যুগান্তকারী সংকটের পরিবেশগত মাত্রাটি মার্কসের প্রকৃতি ও সমাজের বিপাকের বিশ্লেষণের আলোয় সব থেকে ভালো বোঝা যায়, যখন এই বিশ্লেষণটিতে একচেটিয়া পুঁজিবাদের উৎপাদন সম্পর্কগুলিও ধরে নেওয়া হয়। মার্কসের ধারণায় 'প্রকৃতির সর্বজনীন বিপাক ক্রিয়ার' মধ্যেই উৎপাদন একটি সামাজিক প্রক্রিয়া হিসেবে বিরাজ করেছে। 'প্রাকৃতিক জগৎ' থেকে বস্তুগত ব্যবহার-মূল্যগুলি আহরণ করা হতো এবং উৎপাদন প্রক্রিয়ার মধ্য দিয়ে সামাজিক ব্যবহার-মূল্যে পরিবর্তিত হতো, যাতে তা "মানুষের প্রয়োজনের" উপযোগী হয়। এই ছিল "প্রকৃতি ও মানবের বিপাকীয় আন্তঃসম্পর্কের সর্বজনীন অবস্থা এবং ফলত মানবজীবনের প্রাকৃতিক অবস্থা"। "জলে মাছ ধরা, আদিম অরণ্যের বৃক্ষ উৎপাদন, বা ভূগর্ভ থেকে আকরিক তুলে আনা"— মার্কস যাকে বলতেন 'নিষ্কাশন শিল্প, তা ছিল প্রাকৃতিক ব্যবহার-মূল্য (সত্যিকারের সম্পদ)। প্রকৃতির দান এবং শ্রম-নিরপেক্ষ। 'পুঁজি' গ্রন্থে তিনি লিখছেন, "একদিকে এই পৃথিবী, অন্যদিকে শ্রম... হলো যে-কোন উৎপাদন প্রক্রিয়ার বস্তুগত উপাদান", যে উৎপাদন প্রক্রিয়া প্রকৃতির সর্বজনীন বিপাক প্রক্রিয়ার সঙ্গে সম্পর্কিত এবং তাই 'সামাজিক চেহারা' নিতে পারে না। যে মৌলিক প্রাকৃতিক অবস্থার সঙ্গে সমাজকে মানিয়ে চলতেই হবে, সেই বিষয়ে ধারণা তাঁকে উদ্বুদ্ধ করে পুঁজিবাদের "জীবনেরই প্রাকৃতিক নিয়মগুলি" লঙ্ঘনের সঙ্গে সম্পর্কিত "সামাজিক বিপাকক্রিয়ার পরস্পর নির্ভরশীল প্রক্রিয়াগুলির ভেতর অনপনীয় বিরোধ'-এর সমালোচনা নির্মাণ করতে। শিল্প-পুঁজিবাদের অন্দরে সমাজ ও প্রাকৃতিক বিপাকক্রিয়ায় এই বিরোধ এমনই ব্যাপক চেহারা নেয় যে তা আন্তর্জাতিক বাণিজ্যেও বিস্তৃত হয়; পরিবেশ-সাম্রাজ্যবাদের প্রক্রিয়ায় কিছু দেশ অন্যান্য দেশের মাটিও লুঠ করছিল। এই লুঠের ফলে মাটি থেকে তার সার খাদ্য ও তন্তু হিসেবে শুষে নিয়ে শহরে চালান করা হচ্ছিল এবং ফলস্বরূপ শহরগুলিও দূষিত হচ্ছিল।

মার্কস এই যে প্রকৃতি ও সমাজের বিপাকক্রিয়ার যে বিশ্লেষণ হাজির করলেন, তা আজকের এই যুগান্তকারী সংকটে কীভাবে ব্যবহার করা যাবে? উপরে বর্ণিত মার্কসের ধারণাকে ব্যবহার করে এবং আজকের পরিবেশগত সমস্যাগুলি বিশ্লেষণ করে প্রচুর কাজ হয়েছে। কিন্তু প্রকৃতি ও সমাজের পণ্য-সম্পর্কিত বিশ্লেষণ, যেগুলি বিশেষত ব্যবহারমূল্য উৎপাদন সম্পর্কে আলোচনা করেছে, পরিবেশ প্রসঙ্গে খুব কমই আলোচিত হয়েছে। একটি গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন হলো, পরিবর্তিত ব্যবহার-মূল্যের অর্থনৈতিক ধাঁচাটি এই গ্রহের পরিবেশ ধ্বংসসাধনে কীভাবে ক্রিয়াশীল। এক্ষেত্রে মার্কস নিজেই কয়েকটি সরাসরি সূত্র ধরিয়ে দিয়ে গেছেন। তিনি যদিও এক পুঁজিবাদী ব্যবহার-মূল্যের অস্তিত্ব নির্দেশ করেছেন (যেমন তালা প্রস্তুতকারক পুঁজিবাদী ব্যবস্থা উদ্ভূত অপরাধ থেকে উপকৃত হয়) এবং আরও কিছু "ব্যবহার-মূল্যের" কথা বলেছেন যেগুলি "প্রয়োজনের তালিকায় উপরের দিকে থাকে" (অর্থাৎ, সামাজিক প্রয়োজনেরও উত্তরণ রয়েছে)। কিন্তু তিনি ব্যবহার-মূল্যের ঐতিহাসিক বিকাশের সঙ্গে সম্পর্কিত এইসব ঘটনাবলীকে প্রণালীবদ্ধভাবে বিশ্লেষণ করেননি, কারণ তাঁর সময়ের প্রতিযোগিতামূলক পুঁজিবাদে এগুলি তুলনামূলকভাবে গুরুত্বহীন ছিল।

পুঁজিবাদী অর্থনীতিতে ব্যবহার-মূল্যের পরিবর্তনশীল এই কাঠামোটির পরিবেশগত তাৎপর্যের অর্থ খুঁজতে হবে প্রতিযোগিতামূলক পুঁজিবাদ থেকে একচেটিয়া পুঁজিবাদে পরিবর্তনে— যা মার্কসের সময়ের পর ঘটেছে। বিংশ শতকের গোড়ায় (১৯২৩ সালে) থর্নস্টাইন ভেবলেন তাঁর বই *Absentee Ownership and Business Enterprises in Recent Times*-এ এই বিশ্লেষণের মূল রূপরেখাগুলি দিয়ে গেছেন। ভেবলেনের যুক্তি হলো, বর্জ্য উৎপাদন— যার সংজ্ঞা তিনি তাঁর *The Theory of the Leisure Class*-এ দিয়েছেন: "এমন ব্যয় যা মনুষ্য-জীবনের বা মানুষের উপকারে আসে না"— নয়া কর্পোরেট অর্থনীতির সঙ্গে ওতপ্রোতভাবে জড়িয়ে গেছে, কারণ এ হল সীমিত চাহিদার বিপরীতে বিক্রয় ও লাভ বাড়ানোর উপায়। এই ধরনের অনুৎপাদক খরচ সমগ্র উৎপাদন-কাঠামোর এত গভীরে ঢুকে গেছে যে, তিনি বলছেন, "কর্মদক্ষতা ও বিক্রয়কৌশলের তফাৎ ধীরে ধীরে ঝাপসা হয়ে গেছে... এবং বর্তমানে নিঃসন্দেহে বাজারের জন্য তৈরি বহু জিনিসের বিক্রয়মূল্যের প্রধান অংশই হলো বিক্রিযোগ্য ও চটকদার বহিরঙ্গ উৎপাদনের খরচ।"

পল বারান ও পল সুইজি এই চিন্তাকে আরও প্রসারিত করেন তাঁদের *Monopoly Capital* (১৯৬৬) গ্রন্থে। মার্কস

ও ভেবলেন, দুজনকে ভিত্তি করে তাঁরা অর্থনৈতিক বর্জ্য বৃদ্ধিকে উদ্বৃত্ত শোষণের একটি উপায় হিসেবে বিশদ ব্যাখ্যা করেন— সামরিক ব্যয়ে, বিক্রি বাড়ানোর বিভিন্ন পন্থায়, এবং (অর্থ লগ্নি, বিমা ও ভূসম্পত্তি বা Finance, Insurance, Real Estate— FIRE)-এর মতো বিভিন্ন রূপে। তাঁরা জোর দিয়ে বললেন যে, একচেটিয়া পুঁজিবাদে বিক্রির নানা পন্থা এতটাই ভয়ঙ্করভাবে বেড়ে গিয়েছে যে অর্থনীতির ব্যবহার-মূল্যের কাঠামোকে আর উৎপাদন ব্যয়ের যুক্তিসম্মত প্রকাশ হিসেবে দেখা যায় না। যাকে তাঁরা বলেছেন "পারস্পরিক পরিব্যাপ্তির পরিণাম" (Interpenetration effect), তার অর্থ বিক্রয়ের খরচ এবং উৎপাদন ব্যয় পরস্পর মিশে যাওয়া। এর ফলে যাকে উৎপাদন ব্যয় বলে ভাবা হতো তার এক ক্রমবর্ধমান অংশ বাস্তবে হলো উৎপাদন ব্যবস্থার চাপিয়ে দেওয়া বিভিন্ন জঞ্জাল, অর্থাৎ নির্দিষ্টভাবে পুঁজিবাদী ব্যবহারমূল্য (C^k)। দীর্ঘস্থায়ী ভোগ্যপণ্যগুলিকে ইচ্ছে করেই এমনভাবে তৈরি করা হতে লাগল যাতে সেগুলি অচিরেই বাতিল হয়ে যায়। আর ভোগ্যপণ্যগুলি এমনভাবে বিশাল খরচ করে পরিকল্পনা করা হলো যাতে চরম অধিকারলিপ্সু মানসিকতার ক্রেতা গজিয়ে ওঠে। দানবীয় কর্পোরেশনগুলির রাজত্বে বিক্রি সংক্রান্ত এইসব অনুৎপাদক ব্যয়ের খরচ জোগানো ছাড়া অন্য কোন উপায় রইল না ক্রেতার— কারণ সবথেকে জরুরি পণ্যগুলির দামেও এই সব খরচগুলি ধরা থাকে, তা ছাড়া কিছু পাওয়াই যায় না। একচেটিয়া পুঁজিবাদী অর্থনীতিতে এ সবই 'যুক্তিপূর্ণ' এবং 'কাজের', কারণ এই অর্থনীতি ক্রমাগত চাহিদাহীন বাজার, ধীর বৃদ্ধি ও বেকারি/আংশিক বেকারি-তে ভুগছে।

তাহলে একচেটিয়া পুঁজিবাদের সমালোচনার মৌলিক সমস্যা হলো, যেমন বারান ১৯শে ডিসেম্বর, ১৯৬১ একটি চিঠিতে সুইজিকে ব্যাখ্যা করেছেন, "উৎপাদন যার জন্য দায়ী সেই ভুলভাবে ব্যবহৃত জোগান, আর 'ভুলভাবে ব্যবহৃত' বলতে বোঝাচ্ছি মার্কসীয় অর্থে শোষিত আর আমাদের অর্থে নষ্ট [অর্থাৎ, "মানবের স্বাস্থ্য, সুখ ও বিকাশের জন্য প্রয়োজনীয় বা সহায়ক না"], এবং কেইনসীয় অর্থে বেকার।" "সমালোচনার এবং নেতিবাচক" দৃষ্টিভঙ্গিতে দেখলে এর মানে দাঁড়ায়, "চেজ-মানহাটানের অট্টালিকাগুলির মতো শীতাতপনিয়ন্ত্রিত দুঃস্বপ্ন নয়, ষাট মিলিয়ন মূল্যের যন্ত্রচালিত দানব নয়, সুপার-হাইওয়ে ও বিজ্ঞাপনের বোর্ড দিয়ে দেশকে ধর্ষণ নয়।" এইভাবে কত কাঁচামাল (imput) নষ্ট হয় ও তার ফলে কতখানি অর্থনৈতিক (এবং পরিবেশগত) ক্ষতি হয় তা সম্পূর্ণ হিসেব করবার কোন সম্ভবপর প্রকরণ নেই। কিন্তু এই ঘটনার বিপুলতা ও প্রাধান্য অস্বীকার করা যাবে না। মানুষের সত্যিকারের প্রয়োজন মেটাতে সক্ষম আরও একটি যুক্তিপূর্ণ সমাজ, টিকে থাকতে সক্ষম সমাজ সৃষ্টির পথে বাধা হয়ে দাঁড়িয়েছে এই বিশাল পরিমাণ অনুৎপাদক খরচগুলি। বারান ও সুইজির *Monopoly Capital* গ্রন্থকে ভিত্তি করে, যাকে পিটার কাস্টার্স তাঁর *Questioning Globalized Militarism* (২০০৬) বইয়ে বলেছেন 'ঋণাত্মক ব্যবহার-মূল্য', প্রতি বছর তা আজ শুধু মার্কিন কোটি কোটি কোটি ডলার মূল্যের যুদ্ধযন্ত্রে স্পষ্ট। আর প্রতিদিনের ব্যবহার্য উৎপাদিত সামগ্রীও যেরকম প্রায়ই দারুণ বিষাক্ত— তাতেও তা স্পষ্ট হয়।

এসব কিছুই জুলিয়েট শোরের বলা "বস্তুত্বের কূটাভাস "materiality paradox"-এর সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত। শব্দবন্ধটির ব্যাখ্যা এই যে, আমরা যা উৎপাদন করি এবং ভোগ করি তা বস্তুর ব্যবহার-মূল্য দিয়ে কম নির্ধারিত হচ্ছে— বরং নির্ধারিত হচ্ছে সামাজিক স্তরভেদ ও মানসিক চাহিদা নিবৃত্তি আরোপিত প্রতীকী মূল্য দ্বারা; এসবই আমাদের শেখাচ্ছে আধুনিক বিপণন। যেমন রেমন্ড উইলিয়ামস ঘোষণা করেছিলেন, এই দৃষ্টিভঙ্গি থেকে সমস্যাটি— "আমরা খুব বস্তুবাদী", এমন নয়, বরং "আমরা যথেষ্ট বস্তুবাদী নই।" এক প্রবল-ভোগী, ছড়িয়ে-ছিটিয়ে নষ্ট করা সমাজ, যেখানে পণ্যের দুনিয়া বিজ্ঞাপনের অভিঘাতে এক 'জাদু রাজ্যে' পাল্টে গেছে, যে-সমাজে প্রতীকী প্রয়োজনের পেছনে ছুটে মরাই মোক্ষ, তা অবশ্যম্ভাবীরূপে তার পরিবেশকে ধ্বংস করবেই।

আধুনিক উৎপাদনের ব্যাপক পরিবেশগত যুক্তিহীনতা প্রাকৃতিক কাঁচামাল, বিশেষত শক্তির উৎসগুলিকে, প্রবলভাবে নষ্ট করে। ১৯৭৬ সালে দেওয়া "Oil, Energy and Capitalism" শীর্ষক বক্তৃতায় ব্যারী কমনার তর্ক তুলেছিলেন যে আধুনিক পুঁজিবাদী অর্থনীতিতে "সামাজিক ব্যবহার-মূল্যগুলি" উৎপাদিত হয় শক্তি-নিবিড় (energy–intensive) এবং তাপগতিগতভাবে অদক্ষ উপায়ে, কেবলমাত্র শ্রমের খরচ বাঁচাতে। মার্কস যেমন সঠিকভাবে দেখিয়েছিলেন, পুঁজিবাদ ক্রমাগত মজুরির হার বেঁধে রাখতে গিয়ে শ্রমকে উৎখাত করে। উদাহরণস্বরূপ, কমনার দেখিয়েছেন যে হাতব্যাগ আজকাল চামড়ার বদলে বেশি বেশি করে প্লাস্টিক দিয়ে তৈরি হচ্ছে, যদিও পরেরটায় অনেক বেশি শক্তি খরচ হয়। কারণ হলো এতে শ্রমের খরচ কমে (যেহেতু জীবাশ্ম জ্বালানি শ্রমকে অপসারিত করে) এবং ফলত লাভের হারও বাড়ে। প্রবল হতে থাকা পরিবেশগত অবক্ষয়ের পাশাপাশি কর্মহীনদের এক ক্রমবর্ধমান সংরক্ষিত বাহিনী এই উৎপাদন-কাঠামোর সামাজিক যুক্তিহীনতা প্রমাণ করে।

বিশ্বজনীন দৃষ্টিভঙ্গি থেকে এটা বোঝা জরুরি যে বিশ্ব পুঁজিবাদী ব্যবস্থার প্রান্তদেশ উপরে বর্ণিত বেশির ভাগ (যদি সব নাও হয়) অর্থনৈতিক ও পরিবেশগত দ্বন্দ্বের শিকার;

আবার সাম্রাজ্যবাদের চাপিয়ে দেওয়া অসাম্যেরও ভার তাকে বইতে হয়। বিশ্বের দক্ষিণ গোলার্ধের লুণ্ঠন কেবল অসম অর্থনৈতিক বিনিময়ের উপরই নির্ভর করেনি, বরং সর্বদাই অসম পরিবেশগত বিনিময়ের উপর নির্ভর করেই হয়েছে। এখানে লক্ষণীয় যে বিংশ শতাব্দীর একজন অগ্রগণ্য বাস্তুতন্ত্রবিদ হাওয়ার্ড টি ওডাম অসম পরিবেশগত বিনিময় প্রক্রিয়ারও একজন অগ্রণী বিশ্লেষক ছিলেন। অংশত মার্কসের থেকে নেওয়া তাঁর পদ্ধতিতে গুরুত্বপূর্ণ ছিল তিনি যাকে বলেছিলেন "সত্যিকারের সম্পদ", যা প্রাকৃতিক বা সামাজিক উৎপন্নে শক্তি হিসেবে নিহিত থাকে। এর ভিত্তিতে ওডাম দেখাতে সক্ষম হয়েছিলেন যে বিশ্ব অর্থনীতির প্রান্তে প্রস্তুত পণ্যগুলি সাধারণত ভাবে কেন্দ্রে অবস্থিত দেশগুলির তুলনায় পরিবেশ থেকে বেশি শক্তি আহরণ করে। ফলে আন্তর্জাতিক বাজারে পণ্যবিনিময়ের সময় প্রান্তীয় দেশগুলির ক্ষেত্রে মূর্ত শক্তি বা সত্যিকারের সম্পদের নিট ক্ষতি হয়।

ওডাম লিখছেন, "মুক্ত বাণিজ্য সমতাপূর্ণ বিনিময় নামক ধারণার উপর ভিত্তি করে তৈরি এক নীতি। কিন্তু মুক্ত বাণিজ্য উন্নত দেশগুলিকে আরও ধনী করে তোলে, জীবনধারণের মান বাড়ায়, আর উন্নয়নশীল দেশগুলি ধ্বংস হতে থাকে।" এর অন্তর্নিহিত কারণ হল প্রান্তে উৎপন্ন হওয়া বস্তুগুলিতে সাধারণত প্রকৃতির বিনামূল্যের উপহার (যা পুঁজিবাদী অর্থনীতির শ্রমনির্ভর হিসেবে ধরা থাকে না) বেশি থাকে, যতটা কেন্দ্রীয় দেশগুলির উৎপন্ন পণ্যে থাকে না। উদাহরণস্বরূপ ওডাম হিসেব করে দেখিয়েছেন, ১৯৮০ ও ১৯৯০-এর দশকে ইকুয়েডর তার আমদানির দশগুণ বেশি মূর্ত শক্তি রপ্তানি করেছে। এর বিপরীতে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র একই মুক্ত বাণিজ্যের ব্যবস্থায় তার আমদানির মাত্র অর্ধেক রপ্তানি করেছে (নেদারল্যান্ডস, জার্মানি ও জাপানের ক্ষেত্রে সংখ্যাটা এরও সিকিভাগ)। বিশ্বের উত্তরভাগ ও দক্ষিণভাগের মধ্যে বাণিজ্য তাই তাঁর মতে "সাম্রাজ্যবাদী পুঁজিবাদ", যাতে দরিদ্র দেশগুলির মূল্যে লাভ করে ধনী দেশগুলি। এই অসাম্য আরও বেড়ে ওঠে দূষণকারী শিল্পগুলি বিশ্বের উত্তরভাগ থেকে দক্ষিণভাগে চলে যাওয়ার কারণে। এতে উৎপাদনের বিষময় ফল যায় দক্ষিণে, আর বহুজাতিক কর্পোরেশনগুলির একচেটিয়া অর্থনৈতিক উদ্বৃত্ত মুনাফা হিসেবে যায় উত্তরে।

এক যুগান্তকারী বিপ্লব

উপরের বিশ্লেষণে আমার বক্তব্য ছিল যে আমাদের সময়ের এই যুগান্তকারী সংকট জন্ম নিচ্ছে এক মারাত্মক বিধ্বংসী অর্থনৈতিক ও পরিবেশগত ছেদবিন্দু থেকে। এর কারণ প্রাকৃতিক-বস্তুগত ব্যবহার-মূল্যগুলির ক্রমবর্ধমান বিকৃতি, স্থানান্তর এবং অধঃপতন। এটি শুধু সঞ্চয় প্রক্রিয়ার সঙ্গেই সরাসরি যুক্ত নয়, ক্রমবর্ধমান আবশ্যিক পরিবেশগত চালান প্রক্রিয়া ও তার ফলে ঘটে চলা জৈব ভূ-রাসায়নিক অবক্ষয়ের সঙ্গেও যুক্ত।

মার্কসের আশাবাদী দৃষ্টিতে "মানবজাতি... অবশ্যম্ভাবীরূপে সেই কাজগুলোই হাতে নেয় যা সে সম্পন্ন করতে পারে, যেহেতু খুঁটিয়ে দেখলে সর্বদা দেখা যাবে যে সমস্যাটা তখনই সামনে আসে যখন তার সমাধানের বস্তুগত শর্তগুলি বিদ্যমান, বা নিদেনপক্ষে তৈরি হয়ে উঠছে।" আজ আমাদের সময়ের যুগান্তকারী সংকট নিবারণের বস্তুগত সম্ভাবনা, অর্থনৈতিক ও পরিবেশগত ভাবে বিদ্যমান। এই সম্ভাবনা প্রকাশ পাচ্ছে শোষণ, বর্জ্য উৎপাদন, অব্যবহৃত উৎপাদনক্ষমতা, ব্যবহার-মূল্যের অপসারণ, এবং সত্যিকারের সম্পদের লোলুপ ধ্বংসসাধনের দ্বারা চিহ্নিত বর্তমান ব্যবস্থায়। বর্তমান পুঁজিবাদী অর্থনীতিতে প্রাকৃতিক ও মানবসম্পদের এমন প্রবল অপব্যবহারের অর্থ হলো, মানুষের প্রয়োজন সম্পূর্ণভাবে মেটানোর মতো উৎপাদন ও ব্যবহারের সক্ষমতার চেয়ে অনেক বেশি ক্ষমতা আমরা অর্জন করে ফেলেছি। এখন আমরা বিশ্বজুড়ে সংরক্ষণ অনুশীলন করতে পারি। পারি এমন এক সমাজ সৃষ্টি করতে যা পরিবেশগত ভাবে সক্ষম এবং মূলগতভাবে সমতামূলক।

এসব নিষ্পন্ন করার অর্থ যদিও পুঁজিবাদের প্রসারণবাদী ধারার সঙ্গে সম্পর্ক ছেদ করা, যা "মানুষের জন্য নিরাপদ বাসস্থান" হিসেবে পৃথিবীর মাপকাঠিগুলিকে লঙ্ঘন করে পৃথিবীকে ধ্বংস করছে। এর প্রকাশ ঘটছে জলবায়ু পরিবর্তন, সমুদ্রের অম্লতাবৃদ্ধি, ওজোন স্তর ধ্বংস, প্রজাতি বিনাশ, নাইট্রোজেন ও ফসফরাস চক্রের ভাঙন, পানীয় জলের ধ্বংসসাধন, ভূমিক্ষয়, রাসায়নিক দূষণ প্রভৃতি ঘটনায়।

পুঁজিবাদের কাছে সময় হলো অর্থ এবং মানব সমাজের ও পৃথিবীর ভবিষ্যৎ তাই অর্থের বেড়াজালে নিয়মিতভাবে জলাঞ্জলি দেওয়া হচ্ছে। একচেটিয়া পুঁজিবাদ অর্থনীতির ব্যবহার-মূল্য কাঠামোটাই বদলে দেয় এবং এমন সব পুঁজিবাদী ব্যবহার-মূল্য তৈরি করে, যার চরিত্র বেশির ভাগ সময়েই নেতিবাচক। কারণ তার লক্ষ্য হল পণ্য চলাচল বাড়ানো, পরিবেশগত চালান বৃদ্ধি করা এবং সব মিলিয়ে উৎপাদন বৃদ্ধি, যার একমাত্র উদ্দেশ্য হলো ধনীদের জন্য আরও সম্পদ সৃষ্টি করা। পুঁজিবাদের, বিশেষ করে বর্তমান স্তরের একচেটিয়া লগ্নিপুঁজির স্তরে চিন্তা হলো, *আমার সময় শেষ হলে তো মহাপ্রলয়*। তাই বর্তমান যুগান্তকারী সংকটের থেকে উদ্ধার পেতে এক যুগান্তকারী উত্তরণ প্রয়োজন, এক উৎপাদন ব্যবস্থা থেকে ভিন্নতর উৎপাদন ব্যবস্থায়; যা আমাদের সামন্ততন্ত্র থেকে পুঁজিবাদে উত্তরণের কথা মনে পড়ায়। কিন্তু বর্তমান উত্তরণ হবে আরও বিশাল। বস্তুত, মেসজারোস-কে উদ্ধৃত করে বলা যায় যে, আজ দরকার হলো "মার্কস যেমন বলেছিলেন তেমন বিশ্বব্যাপী, যুগান্তকারী... কাঠামোগত পরিবর্তন।"

কীভাবে এই বৈপ্লবিক পরিবর্তন ঘটবে? আমি নিশ্চিত যে বস্তুগত শক্তিগুলি আজ বেশি বেশি করে কর্মস্থলের শোষণ এবং পরিবেশগত ধ্বংসসাধনের তফাত মুছে ফেলছে— যেহেতু পুঁজিবাদ বিশ্বজুড়েই সমস্ত সত্যিকারের বস্তুগত উৎপাদনের পরিবেশকে ক্ষইয়ে দিচ্ছে। বিশ্বের উত্তরের দেশগুলির তুলনীয় দক্ষিণের দেশগুলিতে এই নাটকীয় পরিবর্তন বেশি দ্রুত ঘটছে। ফলে চীন, ভারত, মিশর, তুরস্ক, দক্ষিণ আফ্রিকা, ব্রাজিল, বলিভিয়া, ইকুয়েডর, এবং এমনকি উত্তর আমেরিকার অংশবিশেষেও আত্মপ্রকাশ করছে [কানাডার অভ্যন্তরীণ 'আর আলস্য নয়' (Idle No More) আন্দোলন], যাকে বলা যায় এক "পরিবেশবাদী শ্রমিক শ্রেণী"। যারা ধ্বংসপ্রাপ্ত বস্তুগত অবস্থায় অবদমিত বিভিন্ন গোষ্ঠীর ব্যাপক জোটবদ্ধতার ফসল। পরিবেশগত সংগ্রামের ক্ষেত্রে শ্রমিক শ্রেণীর লড়াইয়ের এই বিস্তার এবং বিভিন্ন ধরনের জোট বাঁধায় অবাক হওয়ার কিছু নেই। কারণ ইউরোপীয় শ্রমিকশ্রেণীর প্রথম দিকের লড়াইগুলির লক্ষ্য ছিল কারখানার ভেতরের শোষণের পাশাপাশি শ্রমিক বস্তিগুলির দূষিত পরিবেশও। নাওমি ক্লাইন কথিত "বিধ্বংসী পুঁজিবাদ"-এর ফলে যে ব্যাপক বেসরকারিকরণ ঘটছে তা এক নতুন পরিবেশ-বান্ধবতা তৈরি করছে, যা প্রকৃতি ও সমাজের বিপাক ক্রিয়ার মতোই যা মানবিক উৎপাদনের এক লক্ষ্য তুলে ধরছে।

এই যুগান্তকারী সংকটের কেন্দ্রে রয়েছে প্রাকৃতিক বস্তুগত ব্যবহার-মূল্যের অপব্যবহার। তা রয়েছে উৎপাদনকে যে সংকীর্ণ অর্থে দেখা হয় তার ভিতর, এবং যাকে মার্কস বলেছেন "প্রকৃতি ও সমাজের মধ্যেকার বিপাকক্রিয়া" বা ব্যাপকতর অর্থে, সবথেকে দ্বান্দ্বিক অর্থে মানবিক উৎপাদন, তারও ভেতর। এর দ্বারা প্রতিটি বস্তুগত সম্পর্ক, অর্থনৈতিক, সাংস্কৃতিক-গোষ্ঠীগত, অথবা পরিবেশগত দিক থেকে ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে। অতএব আমরা এক ঐতিহাসিক মুহূর্তের দিকে এগোচ্ছি যা আমাদের সময়কার পুঁজিবাদের বিপুল সৃষ্টিশীল ধ্বংসক্ষমতার থেকে উদ্ভূত— যখন এই বিভিন্ন বস্তুগত অবস্থা আর গত শতাব্দীর বেশির ভাগ সময়ের মতো যেমন বিযুক্ত থাকবে না। যদিও শ্রম, পরিবেশ ও সাংস্কৃতিক বিষয়ে সব ধরনের সংঘাতই ঘটছে শ্রমিক গোষ্ঠীগুলির সঙ্গে শ্রমিকদের বিভক্ত করে জয় করতে সচেষ্ট শক্তিগুলির। তাদের নীতি হল ভাগ করো ও জয় করো, যেমনটা আবহমানকাল ধরে চলে আসছে। তবুও বস্তুগতভাবে এমন একটা অবস্থা তৈরি হচ্ছে যাতে চালু ব্যবস্থাটার বিরুদ্ধে আরও বড় বাস্তব একটা জোটের সম্ভাবনা বেড়ে উঠছে। ডেভিড হার্ভে যেমন বলেছিলেন, সম্ভবত তা বহু বিপ্লবী সংগ্রামের সমাহারে অবয়ব নেবে, যাতে লিঙ্গগত, জাতিগত, শ্রেণীগত, স্থানিক এবং পরিবেশবাদী আন্দোলন-গুলির জোটবদ্ধ ঘটবে।

এ সব কিছুই অবশ্য নির্ভর করছে একটি পরিবেশবাদী শ্রমিকশ্রেণীর (এবং পরিবেশবাদী কৃষকশ্রেণীর) প্রবল হয়ে ওঠার ওপর, যারা এক প্রবল, আধিপত্য-বিরোধী লড়াই শুরু করতে সক্ষম, যাতে পৃথিবীর মূল জৈব ভূ-রাসায়নিক প্রক্রিয়াগুলি অনুসারে মানবসমাজের চাহিদাগুলি পূর্ণ হয়। তৈরী হয় এমন এক জগৎ যা সমতাপূর্ণ এবং পরিবেশগতভাবে টিকে থাকতে সক্ষম। কোন সন্দেহ নেই যে এটি এক বস্তুগত প্রয়োজন এবং ভবিষ্যতে সব মানুষই এ-প্রয়োজন অনুভব করবেন। তবুও মানবের ভবিষ্যতের কোন স্থিরতা নেই। মানুষ জাতি ও তার সঙ্গে আরও কিছু উচ্চতর প্রজাতির জীবন আজ বিপন্ন। মানব জাতির অস্তিত্ব ও ভবিষ্যৎ তাই আজ মানবজাতির বিপ্লবী সংগ্রামের উপর নির্ভর করছে, যেমনটা আগে কখনও নির্ভর করেনি।

অ্যানালিটিক্যাল মান্থলি রিভিউ, অক্টোবর ২০১৩ থেকে গৃহীত